যায়যায়দিন

তারিখ ... 10 ... 2009 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বছরে স্কুল খোলা মাত্র ৬০ দিন!

ইসমত মর্জিদা ইতি চট্টগ্রাম

৩৬৫ দিনে মাধ্যমিক স্কুল খোলা থাকে মাত্র ৬০ দিন! যেসব স্কুলে এসএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র আছে সে স্কুলগুলোর এ অবস্থা। আর যেসব স্কুলে এসএসসির কেন্দ্র নেই সেগুলোতে শ্রেণী কার্যক্রম চলে ৯০ দিন। এছাড়া বিভিন্ন উপলক্ষে ক্লাস বন্ধ থাকে। ফলে শিক্ষার্থীরা সিলেবাস সম্পূর্ণ করতে পারে না। এ সুযোগে টিউশনি স্কুল : পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

স্কুল : ৬০ দিন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ব্যবসার রমরমা অবস্থা।

সরকারি ও বেসরকারি স্কুলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঘোষিত বার্ষিক ছুটি মোট ৮৭ দিন। এর মধ্যে রয়েছে মহররম (আশুরা) ১ দিন, শ্রী পঞ্চমী (স্বরসতী পূজা) ১ দিন, মাঘী পূর্ণিমা ১ দিন, স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ১ দিন, ফাতেমা ইয়াজদাহম ১ দিন, ইস্টার সানডে ১ দিন, বাংলা নববর্ষ ১ দিন, মে দিবস ১ দিন, গ্রীষ্মকালীন অবকাশ ১৬ দিন, শবে মিরাজ ১ দিন, জাতীয় শোক দিবস ১ দিন, রমজান, জুমাতুল বিদা, শবে কদর, ঈদুল ফিতর ও দুর্গাপূজা ২৭ দিন, লক্ষীপূজা ১ দিন, ঈদুল আজহা, শীতকালীন অবকাশ ও বিজয় দিবস ১৮ দিন, হিজরী নববর্ষ ১ দিন, যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন (বড়দিন) ১ দিন এবং প্রধান শিক্ষকের সংরক্ষিত ছুটি চারদিন।

এছাড়া সরকারি ছুটির বাইরে স্কুলে শ্রেণী কার্যক্রম বন্ধ থাকে প্রথম সাময়িক পরীক্ষা উপলক্ষে ১২ দিন, দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা উপলক্ষে ১২ দিন, বার্ষিক পরীক্ষা উপলক্ষে ১২ দিন ও টেস্ট পরীক্ষা উপলক্ষে ১২ দিন। সপ্তাহে প্রতি শুক্রবার হিসাবে বছরে বন্ধ থাকে ৫২ দিন। বার্ষিক পরীক্ষা নভেম্বর মাসের মধ্যে শেষ করতে হয় বলে ডিসেম্বর মাসে স্কুল বন্ধ থাকে। ফল প্রকাশের পর নতুন বই বাজারে আসতে সময় লাগে দুই থেকে তিন মাস। এভাবে বছরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে স্কুলের শ্রেণী কার্যক্রম বন্ধ থাকে আরো ৩০ দিন। সব মিলিয়ে মোট ৩০৭ দিন। অর্থাৎ বছরে স্কুলে ক্লাস হয় মাত্র ৮৮ দিন বা প্রায় তিন মাস। আর যে স্কুলে পরীক্ষার কেন্দ্র থাকে সে স্কুলের শ্রেণী কার্যক্রম চলে মাত্র ৫৮ দিন বা প্রায় দুই মাস।

ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসমত জাহান বলেন, নির্ধারিত ছুটির জন্য শিক্ষকদের সিলেবাস শেষ করতে হিমশিম খেতে হয়। আর এ বছর বাজারে বোর্ডের বইয়ের কী অবস্থা ছিল সেটা সবারই জানা। সিলেবাসের অর্ধেকও শেষ হয়নি। নভেম্বরে পরীক্ষা শেষ করতে হয় বলে ডিসেম্বরে কোনো ক্লাস হয় না।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাধারণ সম্পাদক এম এ সাফা চৌধুরী বলেন, বিভিন্ন পরীক্ষার সঙ্গে সমন্বয় করে ছুটি নির্ধারণ করার পাশাপাশি বিভিন্ন অযৌক্তিক ছুটি বাতিল করার জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

নাসিরাবাদ সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের এক ছাত্রীর অভিভাবক বলেন, স্কুলে সিলেবাস শেষ হয় না। বাধ্য হয়ে প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়াতে হয়। স্কুলে ঠিকভাবে ক্লাস চললে ছাত্রছাত্রীদের টিউটরপ্রীতি হয়তো কমতো।